nextblock
autoclaved

৮ তলার খরচে
১০তলা গড়ুন

বাংলাদেশের সর্বপ্রথম AAC ব্লক

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

"ইকো-ফ্রেন্ডলি গ্রিন ব্রিকস লিমিটেড" "তিলোত্তমা বাংলা গ্রুপ" এর একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশে নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে কাজ করছে তিলোত্তমা এবং গ্রাহকদের কাছে মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য পণ্য সরবরাহ করাই প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যঘেরা সবুজের দেশ হিসেবে একসময় বাংলাদেশের পরিচিতি ছিলো। প্রতিনিয়ত ক্ষতিকারক কার্বনের অতি নিঃসরণ বাংলাদেশে চরম জলবায়ু পরিবর্তন ঘটাচ্ছে এবং ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ পরিবেশ।

সবুজ বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রীর ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষে তিলোত্তমা গ্রুপ পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়, মনোযোগী হয়।

বিভিন্ন দেশে গিয়ে বিশ্লেষণ ও গবেষণার পর আগামী প্রজন্মের জন্য সবুজ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অবশেষে "ইকো-ফ্রেন্ডলি গ্রিন ব্রিকস লিমিটেড", চীন থেকে অংশীদার "চাও হেং ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড" এর সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশে "নেক্সটব্লক-অটোক্লেভড" ব্র্যান্ড নামে AAC ব্লক উৎপাদন শুরু করে।

AAC ব্লক কি?

AAC এর পূর্ণ রূপ Autoclaved Aerated Concrete। ১৯২০ সালে সুইডিশ স্থপতিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় AAC ব্লক উদ্ভাবিত হয়। এরপর ১৯৯০ এর দশকে প্রযুক্তিটি চীনে স্থানান্তরিত হয়। AAC ব্লক উৎপাদনে মৌলিক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় বালি, সিমেন্ট, চুনাপাথর এবং পানি। AAC ব্লক ওজনে হালকা, প্রিকাস্ট নির্মাণ সামগ্রী যা স্থাপনার ভেতরের এবং বাইরের দেয়াল তৈরির জন্য উপযুক্ত। AAC ব্লক স্থাপনাকে একযোগে তাপ নিরোধক, অগ্নি প্রতিরোধী এবং কাঠামোগত স্থিতিশীলতা প্রদান করে। ক্রমাগত চাহিদার কারণে আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার মতো মহাদেশগুলোতে বর্তমানে আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য ব্যাপক পরিসরে AAC ব্লক উৎপাদিত হচ্ছে।

এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই AAC ব্লক। অনন্য গুনাবলীর কারণে অনেক উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ যেমন: জার্মানি, রাশিয়া, চায়না, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, থাইল্যান্ডসহ আরও অনেক দেশে AAC ব্লক ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। আবাসিক ভবন, হোটেল, কারখানা, হাসপাতাল এবং বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সের দেয়াল নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই প্রকৌশলী এবং স্থপতিদের পছন্দের তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করে নিয়েছে AAC ব্লক।

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যে নেক্সটব্লক সবার থেকে আলাদা

AAC ব্লকের সুবিধা

খরচ কমায়
ব্যবহারে ২০% পর্যন্ত খরচ কমানো সম্ভব

বালির ব্যবহার নদীর নাব্যতা সহায়ক

দীর্ঘস্থায়ী স্থাপনা
অন্তত ১০০ বছর পর্যন্ত টেকসই স্থাপনা নিশ্চিত করে

পরিবেশবান্ধব
এই পণ্য পরিবেশ সহায়ক

নির্মাণে দ্রুত ও সহজ
আকারে বড় ও হালকা তাই দ্রুত গাঁথুনি সম্পন্ন হয়

পণ্যের নূন্যতম অপচয়
করাত দিয়ে যেকোনো সাইজ কেটে ব্যবহার করা যায়

আকারে ও পরিমাপে নিখুঁত
আকারে সঠিক তাই ফিনিশিং হয় সুন্দর

শব্দ প্রতিরোধক
৩৮ dB পর্যন্ত শব্দ কমাতে পারে

ওজনে হালকা
প্রচলিত নির্মাণ সামগ্রী থেকে ৫০% পর্যন্ত হালকা

অগ্নি প্রতিরোধক
৪.৫ ঘন্টা পর্যন্ত অগ্নি প্রতিরোধক

তাপ প্রতিরোধক
৫ ডিগ্রী সে: পর্যন্ত ঘরের তাপ নিয়ন্ত্রনে রাখে

উর্বর কৃষি জমির মাটি পোড়ানো থেকে রক্ষা পাবে

- ক্ষতিকারক কার্বন নিঃসরণ হয় না
- উর্বর ফসলী জমি বিনষ্ট হয় না
- শক্তি এবং অর্থের অপচয় হয় না
- নদীর বালি ব্যবহারে নদীর নাব্যতা হারায় না

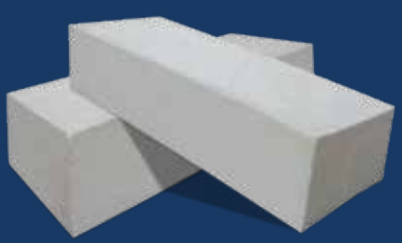

- ১ টি AAC ব্লক, ৭ টি ইটের সমান
- নির্মাণে ফাউন্ডেশন খরচ ও সিমেন্ট খরচ বাঁচে অনেকাংশে
- কাজের গতি বাড়ায় প্রায় ২ গুণ
- ক্ষতিকর লোড কমিয়ে বাড়ীকে করে ভুমিকম্প সহনীয়
- যেকোনো উঁচু ভবনের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী
- ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রেখে লাইফটাইম এনার্জি সেইভ করে, জীবন করে প্রশান্তিময়

বাংলাদেশের ১ম এএসি ব্লক

সুইডিশ উদ্ভাবন এবং জার্মান প্রযুক্তিতে তৈরী AAC ব্লক এখন বাংলাদেশে

"ইকো-ফ্রেন্ডলি গ্রিন ব্রিকস লিমিটেড" এর দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিউবিক মিটার। সুইডিশ ডিজাইন করা পণ্য থেকে জার্মান প্রযুক্তি এবং চীনা দক্ষতা, সব কিছুর সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমরা সর্বোচ্চ মানের অটোক্লেভড এরেটেড কংক্রিট - AAC ব্লক প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের বাজারে উৎপাদন করতে পেরে গর্বিত। আমাদের AAC ব্লকগুলো নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই, উচ্চতর কর্মক্ষমতা সম্পন্ন যা আপনার পরবর্তী নির্মাণ প্রকল্পের জন্য সেরা পছন্দ। নির্মাণে নেক্সটব্লক বেছে নিন, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ার মিশনে যোগদিন আপনিও।

নেক্সটব্লক অটোক্লেভড মূলত ৩ ধরনের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ-এর AAC ব্লক উৎপাদন করতে সক্ষম

স্ট্যান্ডার্ড : ৪.৫ MPa	সুপার : ৫.৫ MPa	সুপ্রিম : ৬.৫ MPa

BUET Tested PWD Enlisted HBRI Certified

নেক্সটব্লক AAC-এর বৈশিষ্ট্য			
বিষয়	একক	বিবরণ	এএসটিএম কোড
সাইজ	mm	দৈর্ঘ্য: ৬০০ মি.মি. উচ্চতা: ২০০ মি.মি. থেকে ৩০০ মি.মি. পুরুত্ব: ১০০ মি.মি. থেকে ৩০০ মি.মি.	সি - ১৩৮৬
কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ	MPa	৪.৫ - ৬.৫	সি - ১৩৮৬
ড্রাই বাল্ক ডেনসিটি	Kg/m3	৬৫০ - ১০০০	সি - ১৩৮৬
তাপ পরিবাহিতা	W/m-K	সর্বোচ্চ ০.১২	ডি - ৭৩৪০
অগ্নি প্রতিরোধী	hrs.	৪.৫	ই - ১১৯
শব্দ প্রতিরোধী	dB	৩৮ (২৫০ মি.মি. দেয়ালের জন্য)	ই - ৯০

৮ তলার খরচে ১০ তলা বাড়ী

নির্মাণে খরচ কমে
২০% পর্যন্ত

ফাউন্ডেশন খরচ কমায়	শ্রমিক খরচ কমায়
বিদ্যুৎ / এসি খরচ কমায়	সিমেন্ট খরচ কমায়

কোথায় নেক্সটব্লক ব্যবহার করা যাবে?

AAC ব্লক দিয়ে নির্মিত একটি স্থাপনা কতটা নিরাপদ ও আরামদায়ক?

BUET TESTED

শব্দ প্রতিরোধক »
(38 dB পর্যন্ত)

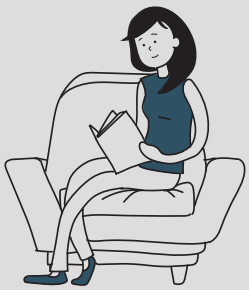

BUET TESTED

« আগুন প্রতিরোধী
(৪.৫ ঘন্টা পর্যন্ত)

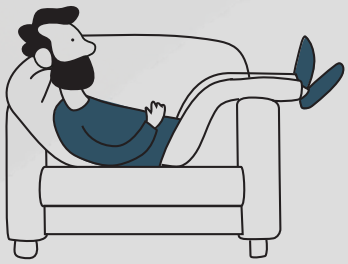

BUET TESTED

এএসি ব্লক সংক্রান্ত নিয়মাবলী

ধাপ ১

ব্লক সমতল ও শুকনো স্থানে রাখতে হবে। সম্ভব হলে ফ্লোর থেকে ৫'' উপরে রাখতে হবে এবং পলিথিন বা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে

ধাপ ২

মেঝে পরিস্কার ও সমতল করে নিতে হবে

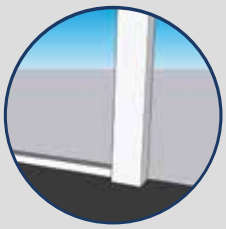

ধাপ ৩

দেয়ালের উচ্চতার পরিমাপ অনুযায়ী দেয়ালের নিচের অংশে ৩''-৫'' সি.সি. কাস্টিং বা ব্রিক লেয়ার করতে হবে

ধাপ ৪

এএসি ব্লক ব্যবহারের আগে ১০-১৫ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে নিতে হবে (সিমেন্ট মর্টার ব্যবহারের ক্ষেত্রে) এডহেসিভ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভেজানোর প্রয়োজন নেই।

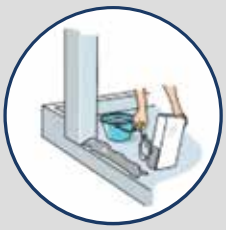

ধাপ ৫

একটি এএসি ব্লক নিয়ে সমানভাবে দেয়াল ও মেঝের মর্টার-এর উপর স্থাপন করতে হবে

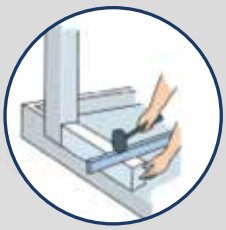

ধাপ ৬

প্রথম লেয়ার সমতল কিনা নিশ্চিত করতে একটি ওয়াটার লেভেল ব্যবহার করতে হবে

ধাপ ৭

একটি কার্বাইড- ট্রিপ্ট হ্যান্ড-স (করাত) দিয়ে প্রয়োজনীয় আকৃতি অনুসারে ব্লক সমানভাবে কেটে নিতে হবে

ধাপ ৮

ব্লকের জয়েন্ট গুলোতে ৮-১২ মি.মি. সিমেন্ট মর্টার প্রয়োগ করতে হবে, এডহেসিভের ক্ষেত্রে ৩-৫ মি.মি. হবে

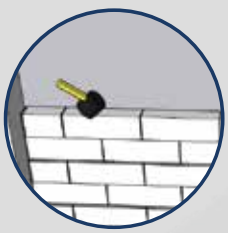

ধাপ ৯

প্রয়োজনে একটি রাবার মেলেট দিয়ে হালকাভাবে পিটিয়ে ব্লক সমান করতে হবে

ধাপ ১০

৬০০ মি.মি. পর পর সংযুক্ত দেয়াল বা কলামের সাথে L আকৃতির স্টিল এঙ্গেল ব্যবহার করতে হবে

ধাপ ১১

জানালার নিচের অংশে ৩'' সি.সি. কাস্টিং করতে হবে

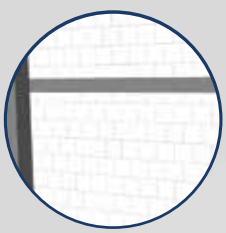

ধাপ ১২

দেয়ালের উচ্চতা ৪ মি. এর বেশি হলে দরজার উচ্চতা বরাবর কপিং বীম দিতে হবে

এএসি ব্লক সংক্রান্ত নিয়মাবলী

ধাপ ১৩

দেয়াল লম্বায় ৫ মি. এর বেশি হলে ৪ মি. পর পর ফলস কলাম ব্যবহার করতে হবে

ধাপ ১৪

দেয়ালে ২ টি বা তার অধিক জানালা পাশাপাশি থাকলে জানালার মাঝে বা ২ পাশে ফলস কলাম দিতে হবে

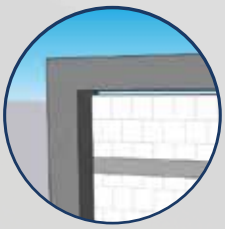

ধাপ ১৫

দেয়ালের কাজ সম্পন্ন হওয়ার ৭ দিন পরে দেয়ালের উপরের অংশ মর্টার দিয়ে পূরণ করতে হবে

ধাপ ১৬

বালি ও সিমেন্ট-এর মর্টার ব্যবহারের পর ৭ দিন কিউরিং আবশ্যক, এডহেসিভের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ধাপ ১৭

ব্লক স্থাপন সম্পন্ন হবার ২১ দিন পর প্লাস্টার শুরু করতে হবে

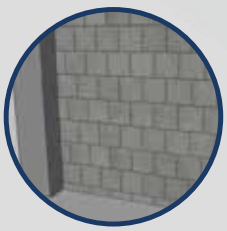

ধাপ ১৮

১ম দিন সিমেন্ট বালি বা এডহেসিভ দিয়ে রাফ প্লাস্টার করতে হবে

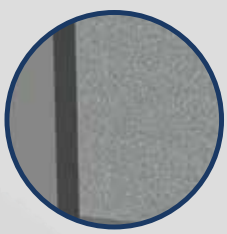

ধাপ ১৯

২য় দিন প্লাস্টার মর্টার দিয়ে ৬-৭ মি.মি. রাফ প্লাস্টার করতে হবে

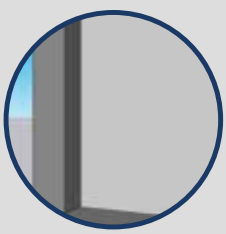

ধাপ ২০

৪ ঘন্টা পর বাকি দেয়ালে ১০-১৫ মি.মি. প্লাস্টার সম্পূর্ণ করতে হবে এবং ৭ দিন প্লাস্টার কিউরিং করতে হবে

ধাপ ২১

প্লাস্টার সম্পন্ন হওয়ার ১৫ দিন পর ওয়াল পুটি ও রঙ ব্যবহার করা যাবে। দেয়ালে রঙ করে ভালো ফল পেতে প্লাস্টার সম্পূর্ণভাবে শুকাতে হবে

এএসি ব্লক ব্যবহার বিষয়ক বিস্তারিত নির্দেশিকা বই পেতে স্ক্যান করুন

নেক্সটব্লক নিয়ে বিস্তারিত ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন

আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম

ইলেকট্রিক সিমেন্ট মিক্সার

পানির সাথে এডহেসিভ মর্টার মেশানোর জন্য

কোদাল বা বেলচা

সিমেন্ট মর্টার মেশানোর জন্য

ফ্ল্যাট ভি-নচ ট্রোয়লে

মর্টার সমতল করার জন্য

পুটি বেড

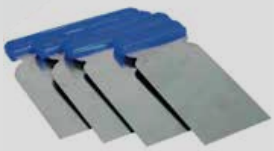

ব্লকের মধ্যে ফাঁক স্থান পূরণের জন্য

ম্যাসন ট্রোয়েল

সাধারণ মর্টার দেয়ার জন্য

ম্যাসন সিমেন্ট পেইনার

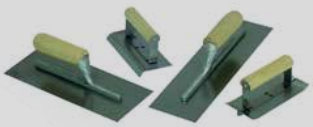

মর্টার সমতলকরণ জন্য

স্পঞ্জ

ইনস্টলেশনের আগে এএসি ব্লকগুলি ভেজানোর জন্য

ফুট অ্যালুমিনিয়াম লেভেল

উপরের স্তরের এলাইনমেন্ট পরীক্ষা করার জন্য

রাবার ম্যালেট

এএসি ব্লককে সমান করতে ব্যবহার করা হয়। এটির একটি নির্দিষ্ট আকার এবং ওজন রয়েছে।

পাম্ব

লম্বভাবে পরিমাপের জন্য

সুতা

কোণায় বেঁধে প্লেস্থের এলাইনমেন্ট পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়

এঙ্গেল গ্রাইন্ডার

এএসি ব্লকে খাঁজ কাটার জন্য

ব্লক কাটার

ইচ্ছেমতো সাইজে ব্লককে কাটতে ব্যবহার করা হয়

টিপড হ্যান্ড স

সাইজ মতো ব্লক কাটার জন্য

নেট ব্যাট/ঝাড়ু

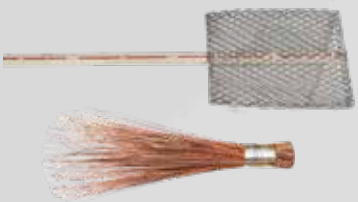

অমসৃণ প্লাস্টারের জন্য

দেশব্যাপী 800+ প্রোজেক্ট সম্পন্ন

ECO FRIENDLY
GREEN BRICKS

যোগাযোগ

প্রধান কার্যালয়ঃ
বাড়িঃ ২৬ (নিচতলা), রোডঃ ০৭
ব্লকঃ জি, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ

+8801321206780

ফ্যাক্টরিঃ
গ্রামঃ উত্তর লক্ষিন্দর, ডাকঘরঃ সাগরদিঘি
থানাঃ ঘাটাইল, জেলাঃ টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ

www.nextblock.build info@nextblock.build